بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক ঘটনার বিশদ বিবরণ এবং মহরম সম্পর্কে বিশেষ দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১২ জুলাই, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আজ গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক বা মুরাইসী'র যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করব। এই গযওয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে আবার কেউ কেউ ৪র্থ বা ৫ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.)'র গবেষণা অনুযায়ী এই যুদ্ধ ৫ম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। বনু খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা বনু মুস্তালিকের সাথে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এর নাম গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক রাখা হয়েছে। এছাড়া এ গোত্রটি মুরাইসী নামক একটি কূপের নিকটে বসবাস করত, সেহেতু এই যুদ্ধের অপর নাম হল গযওয়ায়ে মুরাইসী।

বনু মুস্তালিক গোত্র কুরাইশের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল আর কুরাইশরা তাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিল যে, তারা কুরাইশের সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে। সে অনুযায়ী তারা কুরাইশের সাথে উহুদের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের একটি কারণ হল, বনু মুস্তালিক ইসলামের শত্রুতায় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিল। তাদের প্রতি কাফের কুরাইশদের পূর্ণ সহায়তা ও সমর্থন ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরোধিতা করতে শুরু করে এবং তাদের ঔদ্ধত্য প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় কারণ হল, মক্কা থেকে যাতায়াতের রাজপথে বনু

মুস্তালিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাই এরা মক্কায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা রাখত। তৃতীয় কারণ হল, বনু মুস্তালিকের নেতা হারিস বিন আবী যিরার নিজের জাতি ও আরববাসীকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করে এবং মদীনা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে সৈন্যসমাবেশ করতে আরম্ভ করে।

হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রা.) 'সীরাত খাতামান্‌নবীঈন' পুস্তকে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, কুরাইশদের বিরোধিতা দিনের পর দিন আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। তারা তাদের নৈরাজ্য দ্বারা আরবের বহু গোত্রকে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিয়েছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের শত্রুতা এক নতুন বিপদ সৃষ্টি করেছিল যে, হিজাজের যে সকল গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্কে আবদ্ধ ছিল তারাও কুরাইশদের বিদ্রোহের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। এ বিষয়ে বনু খুযা'আ গোত্রের একটি শাখা বনু মুস্তালিক অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে। তাদের সরদার হারিস বিন আবি যিরার এই অঞ্চলের অন্যান্য গোত্রকেও তার সাথে যোগদান করায়।

মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রথমে সতর্কতাস্বরূপ একজন সাহাবী হযরত বুরাইদাহ্ বিন হুসায়েব (রা.)-কে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য বনু মুস্তালিকের এলাকায় প্রেরণ করেন। তিনি ফেরত এসে বলেন, বনু মুস্তালিক অত্যন্ত আড়ম্বরতার সাথে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতঃপর মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ডেকে শত্রুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে সংবাদ দেন। ইসলামী সেনাবাহিনী দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রওনা দেয়।

তাঁর (সা.) রওনা দেওয়ার বিস্তারিত বর্ণনাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) তাঁর অবর্তমানে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। ইবনে হিশাম আবু যার গাফ্‌ফারী (রা.)'র নাম বর্ণনা করেছেন, এমনই হযরত নুমাইলাহ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র নামও বর্ণিত হয়েছে। যাইহোক, মহানবী (সা.) ৭০০ সাহাবী সম্বলিত ইসলামী সেনাদল নিয়ে মুরাইসী অভিমুখে যাত্রা করেন। ৫ম হিজরির ২রা শাবান, সোমবার, মহানবী (সা.) মদিনা থেকে বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত মাসউদ বিন হুনাইদাহ (রা.) ছিলেন পথপ্রদর্শক। এর বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর সঙ্গে বহু মুনাফিকও অংশগ্রহণ করেছিলেন। মূলত যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, বরং তাদের দৃষ্টি ছিল মালে গনিমতের প্রতি, যা যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে অর্জিত হবে আর তারা এর অংশ পাবে– এই লোভেই তারা যুদ্ধযাত্রায় অংশ নিয়েছিল।

মুসলমানদের কাছে মোট ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। যদিও উটের সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। সাহাবীরা পালাক্রমে এসব বাহনে আরোহণ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যাত্রাপথে মুসলমানরা এক কাফির গুপ্তচরকে পেয়ে যায়, তাকে ধরে তারা মহানবী (সা.)- এর কাছে পেশ করেন। মহানবী (সা.) যাচাই বাছাই করার পর দেখেন, সে সত্যিই গুপ্তচর। প্রথমে তিনি (সা.) কাফিরদের ব্যাপারে তার কাছে কিছু সংবাদ জানতে চান, সে বলতে অস্বীকার করে, বরং তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই প্রচলিত রীতি ও রণনীতি মোতাবেক হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন। অতঃপর সৈন্যদল পুনরায় বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বনু মুস্তালিকের লোকেরা মুসলমানদের আগমন ও তাদের গুপ্তচরের হত্যার সংবাদ পেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, তাদের অভিপ্রায় ছিল পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করা, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও সুকৌশলের কারণে তাদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায় এবং তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের সাথে অন্য যেসব গোত্র যোগ দিয়েছিল তারাও মুসলমানদেরকে দেখে ভীতিসন্ত্রস্ত হয়ে স্ব স্ব এলাকায় ফেরত চলে যায়। কিন্তু কুরাইশরা বনু মুস্তালিককে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার এমন নেশায় আসক্ত করেছিল যে, এমতাবস্থায়ও তারা যুদ্ধের অভিপ্রায় পরিহার করেনি এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামী সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়।

মহানবী (সা.) মুরাইসী পৌঁছালে তাঁর জন্য চামড়ার তাঁবু লাগানো হয়। এ যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.)ও সহযাত্রী ছিলেন। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করান। মুহাজিরদের পতাকা হযরত আবু বকর (রা.) মতান্তরে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র হাতে এবং আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দেন, শত্রু বাহিনীর সামনে ঘোষণা কর যে, হে লোকসকল! বল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রাণ ও সম্পদকে সুরক্ষিত করে নাও। হযরত উমর (রাঃ) তা-ই করলেন, কিন্তু মুশরিকরা অস্বীকার করে। কিছুক্ষণ পরস্পর প্রবল তির নিক্ষেপণ চলতে থাকে।

মুশরিকদের এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম তির নিক্ষেপ করে। এর বিপরীতে মুসলমানরাও তির নিক্ষেপ করতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সাহাবীরা তাদের ওপর সম্মিলিতভাবে চড়াও হন। যার ফলে মুশরিকরা কোথাও আর পালানোর সুযোগ পায়নি। তাদের মধ্য থেকে ১০জন নিহত হয় আর অবশিষ্ট প্রত্যেককে বন্দি করা হয়। আর এভাবে তিনি (সা.) তাদের পুরুষ-মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও পশুদেরকে বন্দি করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন, মহানবী (সা.) মুরাইসী পৌঁছে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো এবং পতাকা বিতরণের পর তাঁর (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) বনু মুস্তালিকের মাঝে ঘোষণা করেন, যদি তারা এখন ইসলামের সাথে শত্রুতা পরিত্যাগ করে এবং মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বকে মেনে নেয় তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিহার করা হবে এবং মুসলমানরা ফিরে যাবে, কিন্তু তারা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এমনকি এই যুদ্ধে তাদের লোকেরাই প্রথম তির নিক্ষেপ করেছিল। মহানবী (সা.) তাদের এই অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সাহাবাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পরস্পরের মধ্যে প্রবল তির নিক্ষেপণ চলতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবাদের সম্মিলিতভাবে চড়াও হওয়ার নির্দেশ দেন। আর এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে কাফেররা পিছু হটতে শুরু করে, কিন্তু মুসলমানরা এমন চতুরতার সাথে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, তাদের পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র দশজন কাফির ও একজন মুসলমান নিহত হওয়ার মাধ্যমে এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয় যা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারত।

এরপর হুযুর (আই.) বলেন, আজ মহরমের বিষয়ে দোয়ার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করতে

চাই। এটি ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা, যেদিন অত্যাচার ও বর্বরতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর স্নেহের দৌহিত্র এবং তাঁর বংশধরদের নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এথেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে আজও এই অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। মহরমের মাসে শিয়া-সুন্নির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা বেড়েই চলছে। উভয় পক্ষে প্রাণের ক্ষতি হচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের অরাজকতা দূর করার লক্ষ্যে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী এক ঐশী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়। হায়, যদি তারা অনুধাবন করত! মহরম মাসের এই দিনগুলোতে আহ্‌মদীদের অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ ও মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।'

পরিশেষে হুযুর (আই.) টোগোর শহীদ মাননীয় বোনজা মাহ্‌মুদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন। এরপর হুযুর ক্রমান্বয়ে মাননীয় রশীদ আহ্‌মদ সাহেব, মাননীয় চৌধুরী মতিউর রহমান সাহেব,মাননীয়া মনযুর বেগম সাহেবা এবং মাননীয় মাস্টার সাআদাত আশরাফ সাহেবের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন ও জামা'তীয় সেবার উল্লেখ করেন এবং জুমআর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা নামায পড়ানোর ঘোষণা করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
12 July 2024
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in